দৈনিক খবর

তারিখ... 0 9 AUG 1989
পৃষ্ঠা... ...কলাম... ...

ঢাকা ৯ই আগস্ট, ১৯৮৯

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নওগাঁ জেলার কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক জনাব মুহম্মদ আবু তাহের ৪১ বছর শিক্ষকতা করার পর ৩০ জুন অবসর নিয়েছেন। সম্প্রতি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়। ছবিতে তাকে উপহার পরিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে

মাধবদিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যুদস্ত বিদ্যার্জনের পরিবেশ কলুষিত

॥ মেহমুদ নেয়াজ ॥

যদিও শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, কিন্তু মাধবদী অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তহীন দুরবস্থা কবলিত হয়ে সে মেরুদন্ড আজ বৈকল্য ও অকর্মণ্যতার দ্বারদেশে পৌঁছে গেছে। ক'বছর আগেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনে করা হতো সমাজের পবিত্র পীঠস্থান, আর অভিভাবকমহলে শিক্ষকদের মর্যাদা ছিল দেবতুল্য। কিন্তু বর্তমানে তা আর অবশিষ্ট নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্থানে দৃশ্যমান দুরবস্থা সমাজের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষানুরাগী মহলের কাছে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরছে। শিক্ষকবৃন্দের ভুল শিক্ষাদানের নজীর ভুরি ভুরি।

মাধবদী এসপি ইন্সটিটিউশনের জনৈক ইংরেজী শিক্ষক Jerry broght the one down carelessly (Make it interrogative) এ প্রশ্নটির সমাধান দেন Did jerry bring the one down carelessly? তিনি এখানে বাক্যটিকে Ndgative interagative করে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসিয়েছেন। পক্ষান্তরে বলা হয়েছে শুধু Interrogative করার জন্য। এছাড়াও নিয়ম হলো Negative interrogative বাক্যের শেষে (!) চিহ্ন বসে।

দ্বিতীয়তঃ নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের প্রশ্নমালা ২-এর ২৯নং অংকে বলা আছে, 'একজন ঠিকাদার একটি কাজ ৮০ দিনে সম্পন্ন করার চুক্তিতে ৩০ জন লোক নিযুক্ত করলে ২০ দিন পর দেখা গেল কাজের মাত্র ১/৫ অংশ সম্পন্ন হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি শেষ করতে হলে অতিরিক্ত কতজন লোক নিযুক্ত করতে হবে?' এই অংকটির সমাধানে ফল দেয়া আছে ২০ জন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফল হবে ১০ জন। শিক্ষক মহাশয় বইয়ের ফল ঠিক রাখার জন্য ৩০ লোকের স্থানে ৬০ জন বসিয়ে অংকটির সমাধান দেন। আসলে অংকের নিয়মানুযায়ী এর ফল ১০ই হয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষক মহাশয় অংকটি নিয়ম বহির্ভূতভাবে কষে সমাধানে দেয়া ফল খুঁজতে গেলেন কেন?

অপরদিকে মাধবদী বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিকা 'পলাশীর যুদ্ধের কারণ বর্ণনা কর?' এই প্রশ্নটির উত্তরে যে নোট ছাত্রীদেরকে দেন তাতে পলাশীর যুদ্ধের কারণ বর্ণিত না হয়ে যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের ভুলের মাশুল দিতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকেই। কিন্তু কেন? এসব ভুলের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কি একটুও দায়-দায়িত্ব নেই?

একটি সাধারণ জরিপ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তা হলো মাধবদী হাই স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, পুরিন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, বালুসাইর উচ্চবিদ্যালয় ও পাঁচদোনা উচ্চবিদ্যালয়ে বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন নোট পায় না এবং নিজেরা নোট করে দেখালেও তা কেটেছেঁটে সংশোধন করে দেন না বরং এসব নোট কিছুদিন রেখে ফেরৎ দিয়ে দেন। ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা বাধ্য হয়ে অর্থ পুস্তকের উপর নির্ভরশীল হতে হয় এবং পরীক্ষায় নকলের আশ্রয় নিতে হয়। এ বছর দেখা গেছে, পরীক্ষায় একটু চাপ সৃষ্টি হওয়ায় এসএসসি পরীক্ষায় শতকরা ২৫/-এর উপরে মাধবদীর কোন স্কুলেরই রেজাল্ট আসেনি।

বেশ ক'জন ছাত্র/ছাত্রী জানিয়েছে, ৭ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান বইয়ের অক্সিজেনের প্রস্তুত প্রণালী যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা তারা বুঝতে চেয়েও শিক্ষক মহাশয়দের কাছ থেকে পায়নি। শুধু বলে দেয়া হয় 'অক্সিজেনের প্রস্তুত প্রণালী বাড়ি থেকে শিখে আসবি।'

অপরদিকে মাধবদী ডিগ্রী কলেজের অবস্থাও তথৈবচ, দ্বাদশ শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'হাসমনো উৎপাদন বিধি ভূমির ক্ষেত্রে কি কার্যকর ভূমিকা রাখে?' এর যথাযথ উত্তর তারা দিতে পারেনি। অধিকাংশ ছাত্র তোতাপাখীর মতো মুখস্থ বুলি বলে গেছে। এমনকি কলেজের একাদশ, দ্বাদশ ও স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের পঠিত বিষয় সম্পর্কেও মৌলিক মৌলিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে প্রচুর। অনেকেই পঠিত বিষয় আত্মস্থ করতে পারেনি। এছাড়াও ছাত্র/ছাত্রীরা বাড়ীতে নোট করে দেখালে অধ্যাপক সাহেব যে বইটি অনুসরণ করেন তার হুবহু না হলে তা কেটে দেন। অন্য বই থেকে তথ্য আহরণ করে যত উন্নত নোটই লেখা হোক তা অধ্যাপক সাহেবদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না এবং নিজেরাও নোট লিখে দেন না। এসব স্কুলের ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকবৃন্দের কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না। একটি জরিপে মাধবদী ও পুরিন্দা স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ের সাথে স্কুলে মাসুদ রানা সিরিজের বইও পাওয়া গেছে। শিক্ষকবৃন্দের দৃষ্টির অগোচরে এসব বইয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে মনোযোগ দিতে দেখা গেছে।

এ দু'টি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা লেখা পড়ায় যেমনই হোক প্রেমের ব্যাপারে তারা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী। মাধবদী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাত্র/ছাত্রীদের এক গাদা প্রেমপত্র জমা আছে এবং তা প্রতিদিনই ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজমান থাকায় শিক্ষার পরিবেশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

গত কিছুদিন পূর্বে মাধবদী এসপি ইন্সটিটিউশনের জনৈক ছাত্রী তার প্রেমিকের কাছে লখা একটি চিঠি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে। চিঠিটির শেষাংশে লেখা রয়েছে ইতি বুলগেরিয়ার রাজধানী অর্থাৎ মেয়েটির নাম সফিয়া। এমনি হাজারো চিঠি জমা আছে। যাতে অংকের ফরমুলায় ইতিতে পরিচয় দেয়া আছে।